যুক্তরাষ্ট্রের ২০% পাল্টা শুল্ক এড়াতে আমেরিকান কটন ব্যবহারের উদ্যোগ নিচ্ছে বিজিএমইএ

সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) যুক্তরাষ্ট্রের অতিরিক্ত ২০% পাল্টা শুল্ক এড়াতে পোশাক শিল্পে আরও বেশি আমেরিকান কাঁচামাল, বিশেষ করে কটন ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু করেছে।

আজ শনিবার বিজিএমইএর নিজস্ব কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, "২০% শুল্ক ছাড় একটি বড় সুবিধা। আমরা ইতোমধ্যেই আমেরিকান কাঁচামাল ব্যবহারের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। প্রয়োজন হলে যা কিছু করা লাগে, আমরা করব।"

তিনি জানান, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ যে পোশাক রপ্তানি করে তার প্রায় ৭৫% কটন-ভিত্তিক। মার্কিন প্রশাসনের নতুন আদেশে বলা হয়েছে, পোশাক তৈরিতে যদি অন্তত ২০% আমেরিকান কটন ব্যবহৃত হয়, তবে ওই পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২০% পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হবে না।

পুরনো শুল্কের ইতিহাস তুলে ধরে বাবু বলেন,“যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে ৩৭% শুল্ক আরোপ করেছিল। পরে তা কমিয়ে ৩৫% করা হয়। সর্বশেষ আলোচনার পর পাল্টা শুল্কের হার নির্ধারণ করা হয়েছে ২০%। এটি আমাদের জন্য বড় স্বস্তির।”

তিনি বলেন, “বাংলাদেশ যদি আমেরিকান কটন ব্যবহার করে পোশাক তৈরি করে, তাহলে এটি আমাদের প্রতিযোগীদের তুলনায় বাড়তি সুবিধা দেবে। কারণ আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক দেশ নিজের উৎপাদিত কাঁচামালেই পোশাক তৈরি করে থাকে।”

আমেরিকান কটন ব্যবহারের সার্টিফিকেশন বিষয়ে তিনি বলেন,“কে সার্টিফাই করবে আমরা আমেরিকান কটন ব্যবহার করছি? সেই প্রক্রিয়াটাও দ্রুত নির্ধারণ করতে হবে।”

"Made in Bangladesh" ট্যাগের জন্য মূল্য সংযোজন (ভ্যালু অ্যাডিশন) প্রসঙ্গে বাবু বলেন,“আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্র ৪০% ভ্যালু অ্যাডিশন চেয়েছিল। তবে ৩৫% থেকে ২০% শুল্ক কমানোর পেছনে কোনো বিশেষ শর্ত ছিল কিনা, সেটা আমরা এখনো পরিষ্কারভাবে জানি না। আলোচনাকারীদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।”

আলোচনায় সক্রিয় থাকার তাগিদ দিয়ে বিজিএমইএ সভাপতি বলেন,“অন্যান্য দেশ এখনো ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন বাণিজ্য ও নিরাপত্তা চুক্তি নিয়ে আলোচনায় রয়েছে। ফলে তারা ভবিষ্যতে আরও কম শুল্ক সুবিধা পেতে পারে। তাই বাংলাদেশকে আলোচনায় সক্রিয় থাকতে হবে।”

অর্ডার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি জানান,“৩৫% পাল্টা শুল্ক ঘোষণার পর অনেক ক্রেতা অর্ডার বন্ধ করেছিল। তবে এখন নতুন শর্তে আবারও অর্ডার আসতে শুরু করেছে। বিজিএমইএর এক সদস্য জানিয়েছেন, কিছু ক্রেতা ইতোমধ্যেই নতুন অর্ডার দিয়েছেন।”

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বাবু বলেন,“গত চার মাস ধরে এই শুল্ক ইস্যু আমাদের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য ও নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের নেতৃত্বে আমরা একটি বড় সংকট থেকে বের হতে পেরেছি। এখন চীনের ৩০% ও ভারতের ২৫% শুল্কের তুলনায় বাংলাদেশের শুল্ক হার কম হওয়ায় আমাদের প্রতিযোগিতায় বাড়তি সুবিধা থাকবে।”

সংবাদ সম্মেলনে বিজিএমইএর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান, সহ-সভাপতি মো. রেজওয়ান সেলিম, সহ-সভাপতি (অর্থ) মিজানুর রহমান এবং সহ-সভাপতি মো. শহাব উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।